যুগান্তর

08 OCT 2013

যুগান্তর

বিস্ফোরণ চট্টগ্রামে সোমবার জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে বিস্ফোরণে লণ্ডভণ্ড আসবাবপত্র

চট্টগ্রামে হেফাজত নেতার মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ

পাঁচটি তাজা গ্রেনেড শতাধিক খোসা ও ৮ বোতল এসিড উদ্ধার

আহত ৫ আটক ৪

চট্টগ্রাম ব্যুরো

নগরীর লালখান বাজার এলাকায় হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমীর মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী পরিচালিত জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে রহস্যজনক বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিস্ফোরণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ওই কক্ষে আগুন ধরে যায়। এ ঘটনায় পাঁচ ছাত্র গুরুতর আহত হয়। নগরীর দুটি হাসপাতাল থেকে এদের চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। ওই কক্ষ থেকে ৫টি তাজা হ্যান্ড গ্রেনেড, গ্রেনেডের শতাধিক খোসা, বেশ কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য এবং মুফতি ইজহারের শয়ন কক্ষ থেকে ৮ বোতল এসিড উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ মাদ্রাসা থেকে ৫ জনকে হ্যান্ড গ্রেনেড তৈরির কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে আটক করেছে। এরা হলেন— মাদ্রাসার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক তৈয়বির আহমেদ, হেফজখানা শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক মোঃ এছহাক, হাদিস মাধ্যমিক বিভাগের শিক্ষক আবদুল মান্নান এবং কিতাব বিভাগ শেষবর্ষের শিক্ষার্থী হাবিবুর রহমান ও বোর্ডিং সুপার মনির হোসেন।

বিস্ফোরণের পর পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ডিবি ও সিআইডির দুটি বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ টিম আলামত সংগ্রহ করে। এর আগে দমকল বাহিনীর লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই মাদ্রাসার ছাত্ররা আহতদের দ্রুত সরিয়ে নেয়। চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ কমিশনার শফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, মাদ্রাসা ছাত্রাবাসে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুদ ছিল। বোমা তৈরি করতে গিয়ে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে— এমন দাবি করে মাদ্রাসা গেটে বিক্ষোভ মিছিল করেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ। বিস্ফোরণের পর পুরো মাদ্রাসা ঘিরে অভিযান চালায় পুলিশ। রাতে পুলিশ বাদী হয়ে খুলশী থানায় মামলা করেছে। অন্যদিকে ঘটনা তদন্তে দমকল বাহিনী তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

পাহাড়ের পাদদেশে জামেয়াতুল উলুম মাদ্রাসার একটি তিনতলা ছাত্রাবাসের দ্বিতীয় তলায় বেলা পৌনে ১১টায় বিকট শব্দে এ বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে সৃষ্ট আগুন মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও স্থানীয় লোকজন এসে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়া হলে একটি ইউনিট এসে ৩০ মিনিট চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিস্ফোরণে ভেঙে যায় রুমের সব দরজা-জানালা। এ সময় রুমের ভেতর থাকা মাদ্রাসার ফতোয়া বিভাগের ছাত্র আবদুল্লাহ, আবদুল খালেক, আবদুল জব্বার, আবদুল করিম ও আনানুল্লাহ গুরুতর আহত হয়। আশপাশের প্রায় আধা কিলোমিটার পর্যন্ত এ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পায় স্থানীয় লোকজন। উৎসুক জনতা মাদ্রাসা গেটের বাইরে ভিড়

বিস্ফোরণ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

বিস্ফোরণ : মাদ্রাসায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জমায়। প্রত্যক্ষদর্শী মাদ্রাসার ফতোয়া বিভাগের ছাত্র সাজ্জাদ হোসেন জানান, এ রুমে ৫ থেকে ৬ জন ছাত্র থাকতেন। বিস্ফোরণে আহত ৫ ছাত্রের শরীরের অনেকাংশে ঝলসে গেছে। মাদ্রাসা ছাত্ররা তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ জানায়, আহতদের মধ্যে হালিশহরের জেনারেল হাসপাতালে গোপনে চিকিৎসা নেয়ার সময়ে আবদুল জব্বারসহ ২ জনকে এবং চকবাজারের সার্জেস্কোপ ক্লিনিক থেকে আরও দুজনকে আটক করে চমেক হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

সরেজমিন দেখা গেছে, বিস্ফোরণে ছাত্রাবাসের কক্ষটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। রুমের ভেতর থাকা কম্পিউটারসহ সব জিনিসপত্র পুড়ে গেছে। খসে পড়েছে রুমের পাকা দেয়ালের অংশবিশেষ। বিস্ফোরিত রুমের পাশে রয়েছে মাদ্রাসার প্রধান মুফতি হারুন ইজহারের রুম।

স্থানীয় লোকজন এবং ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের দাবি বোমা তৈরি করতে গিয়ে এ বিস্ফোরণ হয়েছে। তবে মাদ্রাসার পরিচালক হেফাজতের নায়েবে আমীর ও নেজামে ইসলাম পার্টির প্রধান মুফতি ইজহারুল ইসলাম বলেছেন, রুমের ভেতর ল্যাপটপের চার্জার কিংবা আইপিএস বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এখানে ছাত্রদের রান্না করার কেরোসিনের চুলা রয়েছে। যার কারণে সঙ্গে সঙ্গেই আগুন লেগে যায়। ঘটনায় কতজন আহত হয়েছে জানতে চাইলে তিনি জানান, আমি এখন পর্যন্ত সেখানে যাইনি।

সিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বলেন, কক্ষটিতে বিস্ফোরকদ্রব্য ছিল এটা প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছি। হাতে তৈরি বেশ কিছু গ্রেনেড রয়ে গেছে। আগুন নেভাতে গিয়ে পানি ছিটানোর ফলে বেশ কিছু গ্রেনেড নষ্ট হয়ে গেছে। এখনও আরও কিছু গ্রেনেড বিপজ্জনক এবং অক্ষত অবস্থায় ওই কক্ষে রয়েছে।